সাংসদদের এলাকায় সময় দেওয়ার নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের সাংসদদের ভূমিকা কী হবে, তা নির্দিষ্ট করে দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অরবিন্দ মেনন। সোমবার শিলিগুড়ি সফরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সেই সফরের আগে শুক্রবার শিলিগুড়িতে দলের সাংসদদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকে বসেছিলেন মেনন ও রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু। বৈঠকে নিজের এলাকায় বেশি সময় থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির প্রচার ও জনসংযোগে বেশি করে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে, শুক্রবারের বৈঠক নিয়ে কেউ মুখ খুলতে চাননি। দার্জিলিংয়ের সাংসদ ও বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র রাজু বিস্ট বলেন, 'আমরা সবসময় নিজেদের লোকসভা এলাকায় সময় দিয়ে থাকি। যেমন আজ বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে দিনভর সময় কাটিয়েছি। এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনও যোগ নেই।' কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'সংসদের বিশেষ কাজ ছাড়া নিজের সংসদীয় এলাকায় বেশি সময় থাকার চেষ্টা সবসময় করি। এখনও সেটাই করব। তবে বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দল যেভাবে নির্দেশ দেবে, সেভাবে পরবর্তীতে আমার পদক্ষেপ হবে।' লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে আটটির মধ্যে সাতটি আসন দখল করেছিল। তারপরেও সাংসদদের এলাকায় পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের। অধিকাংশ সাংসদ দিল্লিতে বেশি থাকতেই ভালোবাসেন বলে ধারণা অনেকের।

জে পি নাড্ডা আসার আগে বিজেপির বৈঠক

সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অরবিন্দ মেনন। – সংবাদচিত্র

মেননের নির্দেশ

- বিজেপি সাংসদদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিলেন অরবিন্দ মেনন।
- দিল্লির পরিবর্তে সাংসদদের নিজেদের এলাকায় থাকতে পরামর্শ
- কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের প্রচার ও জনসংযোগে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে

এই ধারণা পালটাতেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিল্লির পরিবর্তে সাংসদদের নিজেদের এলাকায় থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। শুক্রবার শিলিগুড়ির বৈঠকে অরবিন্দ মেনন ও সায়ন্তন বসু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্র বসু, রাজু বিস্ট, নিশীথ প্রামাণিক, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু ও আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বারলা। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ যেমন তোলা হচ্ছে, তা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির প্রচারে জোর দেওয়ার জন্য সাংসদদের বলা হয়েছে।

এদিকে, সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ শিলিগুড়িতে আসবেন জেপি নাড্ডা। বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তিনি শহরে থাকবেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে নাড্ডা প্রথমে শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালীমন্দিরে যাবেন। সেখানে পুজো দেওয়ার পর তিনি ভক্তিনগর চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি হোটেলে নির্বাচনি প্রস্তুতি বৈঠকে যোগ দেবেন। বৈঠকে আট জেলার সভাপতি, পর্যবেক্ষক এবং সহ পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সাহায্যে নেদারল্যান্ডের সংস্থা

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি জেলায় ক্ষুদ্র চা চাষিদের সফল উদ্যোগপতি তৈরি করতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত স্মল টি গ্রোয়ার্স সাস্টেইনেবল প্ল্যাটফর্ম। জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিদের সঙ্গে সংস্থা যৌথ উদ্যোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য শুক্রবার ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে প্রোজেক্টের কাজের সূচনা হয়।

প্রথম পর্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলার ৩০ জন প্রগতিশীল ক্ষুদ্র চা চাষিকে নির্বাচন করে অনলাইনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এই প্রোজেক্টের আওতায় অসমের জোড়হাট, গোলাঘাট, তামিলনাড়ুর নীলগিরি, কেরলের ইদ্দিকি জেলায় ক্ষুদ্র চা চাষিরা এসেছেন। আওতাভুক্ত চাষিরা আর্থিক স্থিতির মুখ দেখেছেন। জেলায় তিন বছর সময়সীমা লক্ষ্যমাত্রা রেখে ১৭৫ জন উদ্যোগপতি তৈরি করার জন্য অগ্রসর হয়েছে সংস্থাটি।

কনফেডারেশন অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিস্টা) সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত সংস্থার মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরা পর্যায়ক্রমে উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যেই ২০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষিকে চিহ্নিত করে স্মার্ট কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় ৮৭টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী কাজ শুরু করেছে। সভাতে বক্তব্য রাখেন অসমের বেদান্ত বরদলৈ, বিজয়গোপাল চক্রবর্তী, পার্থ দেবনাথ প্রমুখ।

> নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত সংস্থার মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরা পর্যায়ক্রমে উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যেই ২০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষিকে চিহ্নিত করে স্মার্ট কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় ৮৭টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী কাজ শুরু করেছে।
>
> –বিজয়গোপাল চক্রবর্তী
> *সভাপতি, সিস্টা*

তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের মিছিল

হেলাপাকড়ি, ১৬ অক্টোবর : হাথরস কাণ্ডের প্রতিবাদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন সহ বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শুক্রবার মিছিল করল ময়নাগুড়ি ৩ নম্বর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। এদিন বিকেলে মাধবডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজারহাট মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি দুর্গাবাড়িতে গিয়ে শেষ হয়। দলের ৩ নম্বর ব্লক সভাপতি বাবন পাল মিছিলে নেতৃত্ব দেন। তৃণমূল মহিলার জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, ময়নাগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায়বসুনিয়া, ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি মনোজ দেবনাথ প্রমুখ মিছিলে পা মেলান।

চেকরমারিতে দলীয় সভায় বিস্ট

খড়িবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার দুপুরে খড়িবাড়ি ব্লকের চেকরমারিতে এক দলীয় সভায় যোগ দেন বিজেপির দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বিজেপির রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের দলীয় সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার গণেশ দেবনাথ, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি কাঞ্চন দেবনাথ প্রমুখ। পুজোর আগে বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এদিন সাংসদ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। সাংসদ বলেন, 'নেপালগামী প্রতিটি পণ্যবাহী ট্রাক থেকে ৫০০ টাকা করে তোলা আদায় করা হচ্ছে। বহু স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ ও প্রশাসন নিষ্ক্রিয়।'

কর্মসূচি

ক্রান্তি, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার বিজেপির মাল পশ্চিম মণ্ডল কিষান মোর্চার সদস্যরা চ্যাংমারি পঞ্চায়েতের তালতলা বাজারে 'শুনুন কৃষকভাই' কর্মসূচি করলেন। এদিন এলাকার ২২ নম্বর শক্তিকেন্দ্রে কর্মসূচি উপলক্ষ্যে শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ রিপন সরকার, মাল পশ্চিম মণ্ডলের অবজারভার অখিল সরকার, মাল বিধানসভার সংযোজক মঙ্গল ওরাওঁ, কিষান মোর্চা সভাপতি রাতুল রায় সহ স্থানীয় বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মণ্ডল সভাপতি জানান, কৃষি আইনের সমর্থনে এদিন চায়ে পে চর্চা, মিছিল ও পথসভা করা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল, নয়া কৃষি আইন কৃষকদের লাভবান করবে।

শান্তি বৈঠক

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : পুজো উপলক্ষ্যে শুক্রবার দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে শান্তি বৈঠক হল। এলাকার সবক'টি পুজো কমিটির সম্পাদক, সভাপতির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষকে নিয়ে এদিন পুলিশের উদ্যোগে শান্তি বৈঠক হয়। যেহেতু এবার করোনা আবহের জন্য সরকারি বেশ কিছু নিয়ম, নির্দেশিকা থাকছে। এব্যাপারে পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ম পালনের পাশাপাশি এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে পুলিশের তরফে আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে চোপড়া থানার আইসি বিনোদ গজমের উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকে বিক্ষোভ

বানারহাট, ১৬ অক্টোবর : গ্রাহকদের কয়েকটি সমস্যা সমাধানের দাবিতে শুক্রবার দুপুরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বানারহাট শাখা প্রবন্ধককে স্মারকলিপি দিল ডিওয়াইএফআই-এর বানারহাট ১ নম্বর লোকাল কমিটি। এদিন ব্যাংকের সামনে সংগঠনের সমর্থকরা বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। ব্যাংকের ম্যানেজার কনিষ্ক সরকার বলেন, 'পাসবুক আপডেট করার একটি মেশিন খারাপ হয়ে থাকায় কিছু সমস্যা হচ্ছে।'

তিস্তায় ফের মাছের মড়ক

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : জলপাইগুড়িতে ফের মাছের মড়ক। শুক্রবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরের জিলা স্কুলের কাছে তিস্তায় মরা মাছ ভাসতে দেখা যায়। পুঁটি, টাকি, বোয়াল, বোরোলি, শোলের মতো বহু মরা মাছ ভাসতে দেখে এলাকায় শোরগোল ছড়ায়। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার এলাকায় প্রচুর পরিমাণে মরা মাছ নদীতে ভাসতে দেখা গিয়েছিল। অনেকেই ওই মাছ তুলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রান্না করে খান। কেউ কেউ ওই মাছ তুলে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রিও করেন। বিষ দিয়ে ওই মাছ মারা হয়েছে বলে আশঙ্কা। এই সূত্রে সংক্রমণ ছড়াতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটলেও এদিন তা প্রকাশ্যে আসে। মৎস্য দপ্তরের কেউ এদিন এলাকায় গিয়ে জল বা মরা মাছের নমুনা সংগ্রহ করেননি। কী কারণে ঘটনাটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ছবি তুলতে ভালোবাসেন। পাখির ছবি তুলতে এদিন তিনি ওই এলাকায় গিয়েছিলেন। তিস্তায় এবারের মাছের মড়কের ঘটনাটি তিনিই প্রকাশ্যে আনেন। ইন্দ্রজিৎবাবু বলেন, 'জলে বিষ মেশানোর জেরেই প্রচুর মাছ মারা গিয়েছে। পাশাপাশি সাপ, ব্যাংও মারা গিয়েছে। বহু পাখি তিস্তার ওই এলাকায় মাছ খেতে যায়। মরা মাছ খেয়ে ওই পাখিগুলি মারা যেতে পারে।' জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত বলেন, 'এ ধরনের নিন্দনীয় কাজ কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। এ বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নিতে আমরা বহুবার মৎস্য দপ্তরকে বলেছি। কিন্তু আখেরে কোনও কাজের কাজই হয়নি।' এদিকে, জলপাইগুড়ি জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা বদলি হয়েছেন। তাঁর জায়গায় নতুন আধিকারিক যোগ দিলেও তিনি বর্তমানে কলকাতায় রয়েছেন। জেলা মৎস্য চাষি উন্নয়ন সমিতির কার্যনির্বাহী আধিকারিক সোমনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'আমি একাই অফিস খুলছি আর বন্ধ করছি। এদিন সংবাদমাধ্যমের সূত্রে ঘটনার খবর পাই। ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।' জেলা শাসক অভিষেক তিওয়ারি বলেন, 'ঘটনার বিষয়ে মৎস্য দপ্তর থেকে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

২০১১ সালে জলপাইগুড়িতে করলায় প্রথমবার মাছের মড়কের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যে শোরগোল ছড়িয়েছিল। সূত্রের খবর, এন্ডোসালফান নামে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি কীটনাশক নদীর জলে মিশিয়ে সেবার মাছ মারা হয়েছিল। ২০১৫ সালেও করলায় ফের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।

২০১২ সালে জুবিলি পার্কের কাছে তিস্তায়, ২০১৫ সালে মণ্ডলঘাটের কাছে পাঙ্গায় এবং ২০১৮ সালে তিস্তার ১২ নম্বর স্পারে জলে বিষ মিশিয়ে মাছ মারা হয়েছিল। এবারে ফের একই ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরে জিলা স্কুলের সামনে দিয়েই তিস্তায় যেতে হয়। শুখা মরশুম হওয়ায় বর্তমানে তিস্তায় সেভাবে জল নেই। স্থানীয় গ্রামগুলি থেকে বাসিন্দারা এখানে তাঁদের গোরু-মহিষগুলিকে স্নান করাতে নিয়ে আসেন। বুধবার রাতে এখানে তিস্তার জলে বিষ মেশানো হয় বলে সন্দেহ।

স্থানীয় বাসিন্দা বুদারু রায় বলেন, 'এদিন নদীতে মোষকে স্নান করাতে এসে জলে ফেনা উঠতে দেখি। আশপাশে প্রচুর মরা মাছ ভাসছিল।' স্থানীয় বাসিন্দা মদন রায় বলেন, 'যে সমস্ত জেলে এখানে মাছ ধরতে আসেন তাঁদেরই কেউ এই অসাধু কাজটি করে থাকতে পারেন বলে মনে করছি।' নদীর জলে বিষ মেশানো হয়েছে কি না জানার জন্য জলপাইগুড়িতে মৎস্য দপ্তরের কোনও পরিকাঠামো নেই। নমুনা পরীক্ষার জন্য তা কলকাতায় পাঠাতে হয়। এদিন অফিস করেই সরকারি দপ্তরে ছুটি পড়ে যায়। তাই এই ঘটনার আদৌ ঠিকমতো তদন্ত হবে কি না তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের সন্দেহ রয়েছে।

কী ঘটেছে

- শুক্রবার সকালে জিলা স্কুলের কাছে তিস্তায় মরা মাছ ভাসতে দেখা যায়
- পুঁটি, টাকি, বোয়াল, বোরোলির মতো মরা মাছ বাসিন্দারা বাড়ি নিয়ে যান
- কেউ কেউ ওই মাছ তুলে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করে দেন
- বিষ দিয়ে ওই মাছ মারা হয়েছে বলে আশঙ্কা
- মৎস্য দপ্তরের কেউ জল বা মরা মাছের নমুনা সংগ্রহ করেননি
- ঘটনার তদন্ত করা হবে, দাবি জেলা প্রশাসনের

মিড-ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

চাকুলিয়া, ১৬ অক্টোবর : বেতনবৃদ্ধি সহ ১১ দফা দাবিতে শুক্রবার গোয়ালপোখরের সাহাপুরে বিক্ষোভ দেখাল সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন। এদিন গোয়ালপোখর এলাকার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের মিড-ডে মিলের কর্মীরা অংশ নেন। তাঁরা জানান, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মহিলারা মিড-ডে মিলের রান্নার কাজ করেন। অথচ কর্মীদের মাসের বেতন দেড় হাজার টাকা। বছরে দশ মাসের বেতন দেওয়া হয়। বাকি দু'মাস গরমের ও পুজোর ছুটিতে দেওয়া হয় না। সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের গোয়ালপোখর ব্লকের সম্পাদিকা শ্রীমতি সরকার বলেন, 'করোনার জন্য কর্মীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তার মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা ছাড়াই আমাদের স্কুলে কাজ করতে হচ্ছে।' সংগঠনের ব্লক সভাপতি রেবিনা খাতুন বলেন, 'সারা রাজ্যের পাশাপাশি এই ব্লকে আমাদের সংগঠনের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।'

মন্দির সংস্কার

বানারহাট, ১৬ অক্টোবর : ৬০ বছরেরও বেশি পুরোনো বানারহাট চা বাগানের কালীমন্দির এলাকাবাসীর কাছে বানারহাট কালীবাড়ি নামেই বেশি পরিচিত। কিন্তু পুরোনো এই মন্দির ধীরে ধীরে জীর্ণদশায় পরিণত হচ্ছিল। মন্দিরের অবস্থা দেখে বিন্নাগুড়ি এলাকার অমিত রায় নামে এক ব্যবসায়ী লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে মন্দির সংস্কার করতে উদ্যোগী হন। মন্দিরের দেওয়ালে টাইলস লাগিয়ে মন্দিরটির চেহারার আমূল পরিবর্তন করা হয়। শুক্রবার দুপুরে নবনির্মিত মন্দিরটির নতুন করে উদ্বোধন করেন বানারহাট চা বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার সমরজিৎ সিনহা।

বিক্ষোভ মিছিল

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অক্টোবর : হাথরসে তরুণীকে নির্যাতনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া কৃষি আইন ২০২০ বাতিলের দাবিতে যুব কংগ্রেস বিক্ষোভ মিছিল করল। শুক্রবার লিউসিপাকড়ি বাজারে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা যুব কংগ্রেসের সভাপতি গোলাম মোস্তাফার নেতৃত্বে মিছিল হয়। মিছিলটি জালাস অঞ্চল কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে বেরিয়ে লিউসিপাকড়ি বাজার পরিক্রমা করে। এদিনের কর্মসূচিতে জেলা কিষান কংগ্রেসের চেয়ারম্যান বাবলু সরকার, জেলা মাইনরিটি চেয়ারম্যান আলি আক্তার মোসলেউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন দলীয় কার্যালয় থেকে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। যুব কংগ্রেসের পক্ষে গোলাম মোস্তাফা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষি আইনের ফলে গরিব কৃষকরা সমস্যায় পড়বেন। তাই এই আইন বাতিল করতে হবে।

স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরি হল গ্রামে

গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরি করছেন। ছবি : জগন্নাথ রায়

ময়নাগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : প্রশাসন উদ্যোগী না হওয়ায় ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপ্টিবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বারোঘরিয়া এলাকার বাসিন্দারাই সাঁকো তৈরি করলেন। তাঁরা প্রায় পাঁচ দশক ধরে স্থানীয় সুটুঙ্গা নদীর দোমুখার পাড়ে সেতু নির্মাণের দাবি জানাচ্ছিলেন। এই নদী পার হয়ে এলাকার বাসিন্দারা সংলগ্ন কোচবিহার জেলায় নানা কাজে যাতায়াত করেন। বর্ষাকালে নৌকা চললেও অন্য সময়ে সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করেন তাঁরা। ঝুঁকি নিয়ে সাঁকো পারাপার করতে গিয়ে নানা দুর্ঘটনাও হয়। এজন্যই সেতুর দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার তাঁদের উদ্যোগে তৈরি হওয়া সাঁকোর কাজ শেষ হয়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্তকুমার রায় বলেন, 'প্রতিবছর বর্ষায় সাঁকো ভেসে যায়। ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আমরা নদীর অপর পারে থাকা কোচবিহার জেলার ওপর নির্ভরশীল। কয়েক হাজার বাসিন্দা সমস্যায় পড়লেও প্রশাসনের হুঁশ নেই।' আরেক বাসিন্দা দীনেশ রায় বলেন, 'এভাবেই পাঁচ দশক যাতায়াত করছি। এবার তিনদিন ধরে প্রায় ৫০০ বাঁশ দিয়ে সাঁকো তৈরি করা হয়েছে।' দাবি না মিটলে ভোট বয়কট করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাসিন্দারা। পঞ্চায়েত সদস্যা রেণুকা রায় স্থানীয় একজন বাসিন্দা হিসেবে সেতুর দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এলাকার উন্নতির জন্য সেতু প্রয়োজন। আমি বিষয়টি ওপরমহলে জানালেও কাজ হয়নি।' ফোন না তোলায় স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান নীলিমা অধিকারীর বক্তব্য জানা যায়নি।

সাইলির শ্রমিকরা প্রশাসনের দ্বারস্থ

মালবাজার, ১৬ অক্টোবর : পুজোর আগে মাল ব্লকের সাইলি চা বাগানে দুশ্চিন্তার মেঘ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। গত ৫ অক্টোবর ভোর থেকেই চা বাগানে সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ জারি হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পিটিডব্লিউইউ) মালবাজারের মহকুমা শাসক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে সাইলি চা বাগানের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বাগান খোলার আবেদন জানিয়ে স্মারকলিপি দিল।

সম্প্রতি, সাইলি চা বাগানে বোনাস ইস্যু নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়। চা শ্রমিক সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে মালিকপক্ষের কেন্দ্রীয়স্তরের দ্বিপাক্ষিক ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে সাইলি চা বাগানে এবছর ১৫.৫০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শ্রমিকরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার দাবি জানান। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে চা বাগানের কারখানার গেটের সামনে সকালে গেট মিটিং শুরু হয়। পরে সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা বাগান ছেড়ে চলে যান। এরপর শ্রম বিভাগের আওতায় এক দফায় ত্রিপাক্ষিক এবং চা বাগানের মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ-তে এক দফায় দ্বিপাক্ষিকভাবে বাগান খোলা নিয়ে বৈঠক হয়। দুটি বৈঠকই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

শুক্রবার পিটিডব্লিউইউয়ের চেয়ারম্যান তেজকুমার টোপ্পো, নেতা অমরদান বাকলা প্রমুখের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে স্মারকলিপির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে। অমরদান বাকলা বলেন, 'আমরা চাই, মালিকপক্ষ বাগান খুলুক। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যাবে এমন কোনও সিদ্ধান্তে আমাদের সায় নেই।' এদিকে, বাগানের মালিকপক্ষ একই মালিকানাধীন নয়া সাইলি চা বাগানের ম্যানেজার চঞ্চল মিত্র শুক্রবার রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে বাগানের অচলাবস্থা নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠির প্রতিলিপি বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় সহ শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে দেওয়া হয়েছে। মহকুমা শাসক শান্তনু বালা বলেন, 'সাইলি চা বাগান নিয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের স্মারকলিপি পেয়েছি। চা বাগান খোলা নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হয়েছে। বাগানটি খোলার বিষয়ে চেষ্টা চলছে।'

মহকুমা শাসকের কাছে পিটিডব্লিউইউ-এর স্মারকলিপি প্রদান। ছবি : বিদেশ বসু

জলাধার উদ্বোধন

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অক্টোবর : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)-এর জলাধারের আদলে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভীমবারে জলাধার নির্মাণ করল বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। ভীমবার হাট এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন থেকে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছিলেন। সেই কথা মাথায় রেখে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ২০১৯-'২০ চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে জলাধারটি নির্মাণ হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহমজুমদার, বিধাননগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুজয় মজুমদার, বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি মানস দাসের উপস্থিতিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা কাজল ঘোষ সেটির উদ্বোধন করেছেন। জানা গিয়েছে, ১০৫ ফুট গভীরতাযুক্ত জলাধারে সাব-মার্সিবল পাম্প বসিয়ে জল তোলা হবে। দুটি ট্যাংকের চার হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতা রয়েছে। গ্রাম প্রধান সুজয় মজুমদার বলেন, এলাকার বাসিন্দা এবং হাটের ক্রেতা-বিক্রেতাদের কথা ভেবে এই ধরনের জলাধার তৈরি করা হল। অন্যদিকে, ওই হাটে তৈরির পর ৮ বছর থেকে বন্ধ পড়ে থাকা কমিউনিটি শৌচালয় এদিন হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০১২ সালে সেটি নির্মাণ করা হলেও ব্যবহারের জল না থাকা সহ একাধিক পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল। সেই কারণে চালু করা যায়নি।

বেহাল রাস্তায় অসহ্য ঝাঁকুনি চলন্ত বাসেই প্রসব

হলদিবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : বেহাল হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের মাঝপথে অসহ্য ঝাঁকুনিতে চলন্ত সরকারি বাসেই শিশুর জন্ম দিলেন এক মহিলা। শুক্রবার সন্ধ্যায় হলদিবাড়ি ব্লকের কাশিয়াবাড়ি এলাকার ঘটনা। সরকারি বাসটির চালক, কনডাক্টর এবং সহযাত্রী মহিলাদের তৎপরতায় সুস্থভাবে সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা। শিশু সহ মহিলাকে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ভাইস চেয়ারম্যান তথা মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান এবং ওই সংস্থার কর্মী কল্যাণ সাহা।

হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলির বাসিন্দা বছর পঁচিশের জরিনা বেগম জলপাইগুড়ি শহর থেকে একটি সরকারি বাসে হলদিবাড়ি ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী রমজান প্রামাণিক। জলপাইগুড়ি শহর পেরিয়ে আসার পর বেহাল সড়কে বাসে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে প্রসববেদনা শুরু হয়। এরপরেই বাসের সিটে বসেই সন্তান প্রসব করেন তিনি।

বাসটির কনডাক্টর ফণীভূষণ বর্মন, চালক নীলকমল পাল জানান, সকল যাত্রীকে বাস থেকে নামিয়ে মহিলা সহযাত্রীদের দিয়ে শিশু সহ প্রসূতির শুশ্রূষা করানো হয়। বাসেই সদ্যোজাত সন্তান ও তার মা-কে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সদ্যোজাত শিশুর বাবা বলেন, 'চিকিৎসকের পরামর্শমতো অন্তঃসত্ত্বা বউকে নিয়ে জলপাইগুড়িতে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে।' হলদিবাড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপসকুমার দাস বলেন, 'বর্তমানে সদ্যোজাত ও তার মা উভয়েই সুস্থ আছে।' এনবিএসটিসির ভাইস চেয়ারম্যান অর্ঘ্য রায়প্রধান বলেন, 'সংস্থার তরফে ওর নামকরণ করা হয়েছে রানার।'

বাসেই শুশ্রূষা

- ভাঙাচোরা রাজ্য সড়কে চলন্ত বাসে সন্তান প্রসব
- মহিলা যাত্রীদের সহযোগিতায় শিশু ও মায়ের শুশ্রূষা চলে
- দুজনকেই তড়িঘড়ি হলদিবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়
- শিশুর নাম দেওয়া হয়েছে রানার

হলদিবাড়ি হাসপাতালে সদ্যোজাত কোলে প্রসূতি। ছবি : অমিতকুমার রায়

কামাখ্যা ও আনন্দ বিহার (টি)-এর মধ্যে উৎসব স্পেশাল ট্রেন

কামাখ্যা ও আনন্দ বিহার(টি)-এর মধ্যে একটি উৎসব স্পেশাল ট্রেন নং. ০২৫৪৯/০২৫৫০ নীচের বিবরণ অনুযায়ী চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছেঃ

ট্রেন নং.- 02549 কামাখ্যা থেকে (দৈনিক) ২০-১০-২০২০ থেকে ৩০-১১-২০২০ পর্যন্ত

ট্রেন নং.- 02550 আনন্দ বিহার থেকে (দৈনিক) ২২-১০-২০২০ থেকে ০২-১২-২০২০ পর্যন্ত

পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
---	10.00	কামাখ্যা	16.35	---
10.53	10.58	রঙিয়া	15.12	15.17
12.45	12.55	নিউ বঙাইগাঁও	13.20	13.30
17.15	17.40	নিউ জলপাইগুড়ি	08.30	08.55
21.00	21.15	কাটিহার	04.30	04.45
00.15	00.25	বারাউনি	23.55	00.05
03.25	03.27	দানাপুর	21.18	21.20
07.02	07.17	পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়	18.08	18.23
12.45	12.55	কানপুর সেন্ট্রাল	12.50	12.55
19.20	---	আনন্দ বিহার (টি)	---	06.45

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজঃ বরপেটা রোড, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড, কিষানগঞ্জ, বারসোই, নাউগাছিয়া, মানসি, খাগারিয়া, বেগুসরাই, পাটলিপুত্র, আরা, বক্সার, প্রয়াগরাজ, ফতেহপুর, ইটাওয়া, তুন্দলা জং., আলিগড় জং., গাজিয়াবাদ।

গঠনঃ এসি-২ টায়ার (এক), এসি-৩ টায়ার (পাঁচ), শয়ন শ্রেণি (দশ), সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি (তিন), প্যান্ট্রি কার (এক) এবং ব্রেক, লাগেজ কাম জেনারেটর কার (দুই) = ২২ টি কামরা।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন্‌স)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়